ছুটল ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন

তিতলাগড় (ওড়িশা), ৮ এপ্রিল : ইঞ্জিন ছাড়াই ছুটল আহমেদাবাদ-পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনটি। ভিতরে তখন বহু যাত্রী। ট্রেনটি এই অবস্থায় দৌড়ে যখন ওড়িশার কেশিঙ্গা জংশনে পৌঁছায়, তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন। তাঁরাই ট্রেনের ভিতরে থাকা যাত্রীদের চেন টেনে ট্রেনটি থামাতে বলেন।

ট্রেনের ভিতরের যাত্রীরা প্রথমে বুঝতে পারেননি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি কী বলছেন। তবে বিপদ যে কিছু হয়েছে, তা আঁচ করেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত প্লাটফর্মে যারা ছিলেন তারাই হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেন ট্রেনটিকে থামাতে হবে। প্লাটফর্মের এক ব্যক্তি ততক্ষণে ভিডিও তোলাও শুরু করেছিলেন। তিনি চিৎকার করে যাত্রীদের ট্রেনটি থামানোর কথা শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারেন। এরপর দেখা যায় ট্রেনটির গতি কমে আসছে।

সম্বলপুরের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ট্রেনের ভিতর সব যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন। ট্রেনটি যে স্টেশন থেকে ইঞ্জিন ছাড়াই যাত্রা শুরু করেছিল সেই স্টেশনে সংশ্লিষ্ট দু'জন কর্মীকে সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তারা ইঞ্জিন শান্টিং পদ্ধতি না মানার ফলেই এই কাণ্ড ঘটে। কেশিঙ্গাগঞ্জ জংশনে কিছু যাত্রী সময়মতো হস্তক্ষেপ না করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

আগের অবস্থান থেকে সরে গেলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি চেলামেশ্বর

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে চেলামেশ্বর তাঁর আগের অবস্থান থেকে সরে এসে বললেন, ভারতের প্রধান বিচারপতি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া কোনও প্রশ্নের সমাধান হতে পারে না। প্রসঙ্গত, মাত্র মাস দুয়েক আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চেলামেশ্বরের নেতৃত্বে আরও তিন বিচারপতি কার্যত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছিলেন, তিনি সব বিষয়ে সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেন না। কার্যত তাঁর ইস্তফাও দাবি করেছিলেন তাঁরা।

সে সময় এই ঘটনা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ আইনজীবী এই বিতর্ককে ভালভাবে নেননি। তাঁরা দাবি করেন, শীর্ষ আদালতে বিচারপতিদের বিতর্ক আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারও এ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেনি। তবে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে বিচারপতি চেলামেশ্বর ও অন্য বিচারপতিরা তাদের মতপার্থক্য মিটিয়ে নেন বলে জানা গেছে। বিচারপতি চেলামেশ্বর এবার একেবারে অন্য কথা শোনালেন। শনিবার হার্ভার্ড ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বিচারপতি চেলামেশ্বর বলেছেন, ভারতে প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচ করার আগে প্রয়োজন সামগ্রিক ব্যবস্থাটিকেই চিরন্তন করা। চেলামেশ্বর এই প্রসঙ্গে দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই দায়িত্ব এসে যায়। বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের অপসারণের জন্য তাকে ইমপিচ করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, সেকথার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন প্রধান বিচারপতি হলেন 'মাস্টার অফ রোস্টার'। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ তৈরির অবশ্যই ক্ষমতা রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় দায়িত্ব। তিনি প্রধান বিচারপতিকে আর্জি জানিয়ে বলেছেন, বিচারব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ নিয়ে যে অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চলছে, তা নিয়ে ফুল কোর্ট আহ্বান করে বিষয়টির মীমাংসা করা।

হার্ভার্ড ক্লাবে শনিবার বিচারপতি চেলামেশ্বরের মন্তব্যে কিছুটা স্বস্তি পেল হয়তো প্রশাসনও। কারণ এর আগে কার্যত তাদের বিদ্রোহে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিল। প্রধান বিচারপতি যে কেন্দ্রের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন, এ ধরনের মন্তব্য তখন শোনা গিয়েছিল। বিচারপতি চেলামেশ্বরের এ বারের মন্তব্যে কিছুটা স্বস্তি নেমে এল।

মিথ্যে দারিদ্র দেখিয়ে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি, ধৃত অপরাধী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : নকল গরিব সেজে ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন গৌরব গোয়েল। আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় ভর্তির জন্য বিশেষ সুযোগ রয়েছে দিল্লির বিখ্যাত স্কুলটিতে। আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট ধনী হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি করে সেই তালিকার সুযোগ নেন গোয়েল। কিন্তু বিষয়টি জানাজানি হতেই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এরপরই পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মধুর ভার্মা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত নিজের বাসভবন এবং আয়কর রিটার্নের নথি এবং ইডব্লুএস সার্টিফিকেট জাল করেন। এইসব জাল নথিপত্র জমা দেওয়া হয় স্কুলে।

হয়তো অনেকেরই মনে আছে, ২০১৭ সালে বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা ইরফান খান এবং পাক অভিনেত্রী সাবা কামারকে নিয়ে একটি সিনেমা হয়েছিল। ওই সিনেমাতে দেখানো হয় এক ধনী দম্পতি কীভাবে ভুয়ো দারিদ্র দেখিয়ে দিল্লিরই একটি হাইপ্রোফাইল স্কুলে নিজের সন্তানকে ভর্তি করেন। সেই হিন্দি ছবিটির সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে গৌরব গোয়েলের জালিয়াতির বিষয়টিও। অভিযুক্ত নাকি নিজের ছেলের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে এখানেই থেমে থাকেননি। এমনকি ৩ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে ওই স্কুলে। ২০১৫ সালে দিল্লি পুলিশের অপরাধ শাখা একটি চক্রকে ভেঙে দেয়। ওই চক্র ভুয়ো ইডব্লুএস ডকুমেন্টস এবং সার্টিফিকেট তৈরি করে দিত অগ্রণী স্কুলগুলিতে ভর্তির সুযোগ করে দিতে। প্রসঙ্গত, হিন্দি ছবিটিতেও দেখানো হয়েছিল, ইরফান এবং সাবা দিল্লির চাঁদনী চকের এক ধনী দম্পতি। তাদের নিজস্ব একটি দোকানও ছিল।

কিন্তু এই দম্পতি লেখাপড়া জানতেন না। ফলে শহরের সেরা স্কুলে নিজেদের মেয়েকে ভর্তি করার জন্যই তারা এরকম পরিস্থিতির সুযোগ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি নিজেদের বাড়ি ছেড়ে তারা বসতিতে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করার পর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেন। গোয়েল দম্পতি অবশ্য সেরকমটি করেননি। পুলিশই তাদের ধরেছে।

কেরলে বিষু উৎসব আসন্ন। এই সময়েই কনিকন্যা স্কুলেও সমারোহ দেখা যায় রাজ্য জুড়ে।

কাবেরী জলবণ্টন ম্যানেজমেন্ট বোর্ড গড়ার দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিলেন তামিল সুপারস্টাররা

চেন্নাই, ৮ এপ্রিল : কাবেরী নদীর জলবণ্টন নিয়ে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে যে বিবাদ চলছে, তাতে এবার শামিল হলেন তামিল ছবির সুপারস্টাররা। কাবেরী জলবণ্টন ইস্যুতে বোর্ড গড়ার দাবিতে বিক্ষোভ করলেন তাঁরা। কেন্দ্র যে ইচ্ছে করে কাবেরী জলবণ্টন ইস্যুতে পরিচালন বোর্ড গড়তে সময় নিচ্ছে, সেই অভিযোগও করলেন রজনীকান্ত, কমল হাসানরা। প্রসঙ্গত, রবিবার এই বিক্ষোভে অংশ নেন তামিল ছবির অভিনেতা বিজয়, এম নাসার, সুপারস্টার রজনীকান্ত, কমল হাসান এবং ধানুষ। গত কয়েকদিন ধরেই বোর্ড গঠনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ই পালানিস্বামী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পন্নিরসেলভমও অনশনে বসেছেন।

গত মঙ্গলবারই তাঁরা দু'জন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনশনে বসেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এআইএডিএমকে-র বহু দলীয় কর্মী। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র বোর্ড গঠনের বিষয়ে একেবারে উদাসীন। চেন্নাইতে যখন বোর্ড গড়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনে বসেছেন, তখন বিভিন্ন জেলায় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং এআইএডিএমকে নেতারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছে রাজ্য সরকার। ৯ এপ্রিল শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের অভিযোগের শুনানি হওয়ার কথা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি এএম খানউইলকর এবং বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে তৈরি বেঞ্চে এই বোর্ড গঠনের বিষয়টি নিয়ে শুনানি হবে। বেঞ্চের সদস্যরা আগেই জানিয়েছেন, গরমের সময়ে জল না পাওয়ার ফলে তামিলনাড়ুর মানুষ যে অসুবিধায় পড়বেন তা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের মনোভাবে তামিলনাড়ুর মানুষের আশা, শীর্ষ আদালত দ্রুত সমস্যাটির সমাধান করবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে কাবেরী নদী থেকে ছাড়া জলের পরিমাণের বিশ্লেষণ করে তামিলনাড়ুর শেয়ারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ২০০৭-এর ট্রাইব্যুনালে যে পরিমাণ জল দেয়, তা থেকে ১৯২ টিএমসি বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ শুরু করেছেন তামিলনাড়ুর মানুষ। তাদের অভিযোগ, কর্নাটকে ভোট আসন্ন হওয়ায় দিল্লির বিজেপি সরকারও তাদের অনুকূলেই কাজ করছে।

ভারত বন্‌ধের সাফল্যে আতঙ্কিত বিজেপি এবার দলিতদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে : মায়াবতী

লখনউ, ৮ এপ্রিল : দলিত গোষ্ঠীগুলি গত ২ এপ্রিল ভারত বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে বন্‌ধ যথেষ্ট সফল হয়। সেই কারণেই আতঙ্কিত ভারতীয় জনতা পার্টি। বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী মায়াবতী দাবি করেছেন, বন্‌ধের সাফল্যে আতঙ্কিত বিজেপি এবার দলিত গোষ্ঠীগুলির মানুষের উপর অত্যাচারের মদত দিচ্ছে। মায়াবতীর আরও অভিযোগ, বহু দলিত নেতা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অহেতুক গ্রেফতার করা হচ্ছে। এইসব কাজ হচ্ছে মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই। বসপা নেত্রীর অভিযোগ, বিজেপির দলিত সাংসদরাও এই কাজে মদত জোগাচ্ছেন। তাদের রীতিমতো সতর্ক করে দিয়েই তিনি বলেছেন, তারা যেন মনে রাখেন এই কাজের জন্য দলিত সম্প্রদায় কখনওই তাদের ক্ষমা করবে না।

তফসিলি জাতি ও উপজাতি আইনের কিছু পরিবর্তনের কথা সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের এক রায়ে বলা হয়। বসপা নেত্রী এজন্য বিজেপি ও এনডিএ সরকারকেই দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই সরকারই আইনটিকে লঘু করার চেষ্টা করছে। কারণ বিজেপি দলিতদের বিক্ষোভ দেখে আতঙ্কিত। তারা ভাবছে, তাদের হাত থেকে যে কোনও সময় ক্ষমতা চলে যেতে পারে।

মায়াবতী বিজেপিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, দলিত ইস্যুতে বিজেপি যদি আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ না করে তবে এর ফল ভোগ করতে হবে তাদের। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার কথাও টেনে আনেন। মায়াবতী বলেন, ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধি সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসকে এর ফল ভোগ করতে হয়েছে। এবার বিজেপিরও একই দশা হবে। বিভিন্ন জায়গায় ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙার ঘটনারও নিন্দা করেছেন বসপা নেত্রী। ইতিমধ্যে বিজেপি সাংসদ উদিত রাজ ট্যুইট করে অভিযোগ করেছেন, গত ২ এপ্রিল ভারত বন্‌ধের দিন দলিতদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। তাঁর দাবি, বাদমের, জালোর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, মিরাট, বুলন্দশহর, কারোলি এবং দেশের অন্যান্য অংশের মানুষ তাঁর কাছে অভিযোগ করেছেন পুলিশ কর্মীরা নিজেরাই হিংসা ছড়িয়ে এরপর মিথ্যা অভিযোগে দলিতদের গ্রেফতার করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল ভারত বন্‌ধের দিন ১০ দলিতের জীবনহানি হয়। শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিতে গিয়ে কেন্দ্রের তরফে একথা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই প্রসঙ্গে বলেছেন অনগ্রসর শ্রেণিগুলিকে নিয়ে তাঁর সরকারের মতো অন্য কোনও সরকার এত ভাবনাচিন্তা করেনি। ভারত বন্‌ধের দিন জীবনহানির জন্য বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে দায়ী করেছেন। তাদের দাবি, মায়াবতী অনর্থক ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কারণ শাসকদল সবসময়ই দলিতদের পাশে রয়েছে।

চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে জেটলি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি শারীরিক অসুস্থতার কারণে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের কথা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির অসুখে ভুগছেন তিনি। জেটলির ওজনও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। চিকিৎসকরা তাঁর ওজন কমানোর জন্য বার বার বলেছেন, কিন্তু কোনওভাবেই তাঁর ওজন কমানো সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, এইমসের বিশিষ্ট চিকিৎসক ভি কে বনশালের নেতৃত্বে এই কিডনি পরিবর্তনের কাজটি হওয়ার কথা। টিমে রয়েছেন নিখিল ট্যান্ডন এবং গৌতম শর্মার মতো বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট সন্দীপ গুলেরিয়া তাঁর অপারেশন করবেন বলে জানা গেছে। গুলেরিয়া অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসক। এছাড়া জেটলির দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু।

বিরোধীদের প্রতি অমিত শাহ'র মন্তব্য তাঁর মানসিকতার প্রতিফলন : রাহুল

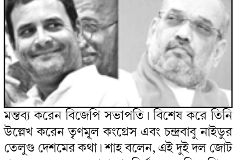

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : বিরোধীদের প্রতি বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ'র মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। শাহ'র এই মন্তব্য শুধু অমর্যাদাকরই নয়, তা বিজেপি সভাপতির মানসিকতারই প্রতিফলন বলে জানিয়েছেন রাহুল। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার একটি সভায় শাহ বিরোধীদের সমীকরণ নিয়ে তীব্র আক্রমণ করে বলেন,তারা সাপের মতো, কুকুরের মতো, বেড়ালের মতো এখন হাতে হাত মেলাচ্ছে। এখানেই থামেননি শাহ। এরপরেই তিনি বলে চলেন, বিরোধীদের আচরণ একেবারে পশুর মতো। শাহর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, বিজেপি সভাপতির উদ্দেশ্যই ছিল, বিরোধী দলগুলির সমীকরণকে পশুর আচরণের সঙ্গে তুলনা করা।

কর্নাটকের নির্বাচনী সভায় শাহ বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করে আরও বলেন, যখন প্রবল বন্যায় সবকিছু ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে থাকে শুধু বটবৃক্ষটি। তাকে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সাপকে, এই বৃক্ষের ডালে একইসঙ্গে আশ্রয় নেয় বাঁদর, বেড়াল এবং কুকুররা। জল ক্রমশ বাড়তে থাকায় তাদের সঙ্গে একইসঙ্গে জায়গা ভাগ করে নেয় চিতা এবং সিংহের মতো হিংস্র প্রাণীও। সেরকমই মোদীর বিরুদ্ধে সব কুকুর, বেড়াল, সাপ ও বাঁদররা নির্বাচনে লড়াই করতে একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিজেপি সভাপতি। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশমের কথা। শাহ বলেন, এই দুই দল জোট গড়ে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। অমিত শাহ'র এই মন্তব্যের সব দলই কড়া প্রতিবাদ করেছে। রাহুল নিজেও প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বলেছেন, শাহ'র মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, তাঁর মানসিকতা কী ধরনের। কাজেই বিষয়টিকে তারা লঘু করেই দেখতে চান।

এদিকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে শাহ নিজের বক্তব্যের দায় ঝেড়ে ফেলে বলেছেন, 'আমি আসলে বলতে চেয়েছিলাম রাজনৈতিক দলগুলি মোদীর ভয়েই কাছাকাছি আসছে। তাদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক বোঝাপড়া নেই। সেকথা বোঝাতেই আমি কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে তাদের তুলনা করি।'

কর্তব্যরত পুলিশের নাচ

উন্নাও, ৮ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের উন্নাওতে এক পুলিশ কর্মীকে কর্তব্যরত অবস্থাতে টাকা ছড়িয়ে নাচতে দেখা গেল। উন্নাওয়ের একটি মেলায় আনা হয়েছিল মহিলা নর্তকীদের। অনুষ্ঠানে বেজায় ভিড় হয়েছিল স্থানীয় মানুষের। মূলত তাঁদের নিরাপত্তার কারণে নিয়োগ করা হয় পুলিশ। কিন্তু ভিডিও থেকে দেখা গেছে, ওই নর্তকীদের লক্ষ করে প্রথামাফিক যখন অন্যরা টাকা ছুড়ছেন, তখন পুলিশ কর্মীও হাতে বন্দুকটি বাগিয়ে ধরে টাকা ছোড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে মেলার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। শুধু ভিডিওতেই তোলা হয়নি পুলিশের ছবি। বহু প্রত্যক্ষদর্শীই দাবি করেছেন, ওই কনস্টেবলকে দেখা যাচ্ছে, টাকা ছড়িয়ে নাচ করতে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে গুজরাতের ভদোদরায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে দুই কনস্টেবল এভাবেই টাকা ছড়িয়ে সাসপেন্ড হন।

মানসিক অবসাদে শিশু সহ নিজেকে গৃহবন্দি করে রাখেন মহিলা

লুধিয়ানা, ৮ এপ্রিল : মানসিক অবসাদে নিজের শিশুপুত্র সহ এক বছরেরও বেশি সময় গৃহবন্দি ছিলেন এক মহিলা। তাঁদের দু'জনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক বছর আগে ওই মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই তিনি হতাশায় ভুগতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নিজের শিশুপুত্রকে নিয়ে গৃহবন্দি থাকেন। এর ফলে দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এদিকে তাঁর সৎ ছেলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন ওই মহিলার বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সৎ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার শুরু করেন তিনি।

এমনকি তাঁর বোনকে ও তাকে বাবার মৃত্যুর পর তিনি বাড়ি থেকেও বের করে দেন। এছাড়া বাড়িতে থাকার সময়ও তাদের খাবার দেওয়া হত না। এমনকি শরীর খারাপ হলে ওষুধ কিনে দেওয়া হত না বলেও অভিযোগ করেছে সৎ ছেলে। পুলিশ পুরো ঘটনাটিরই তদন্ত শুরু করেছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁরা পুরো বিষয়টি জানেন না। তবে ওই মহিলার যে একটি সৎ ছেলে ও মেয়ে ছিল তা জানেন অনেকেই।

কিন্তু কেন তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় জানতে চাওয়া হলে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। কারণ সেই সময় থেকেই নাকি ওই মহিলা মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। মহিলা ও শিশুটিকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল হলেও মহিলার উপর সর্বদা নজর রেখেছেন চিকিৎসকরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এনডি তিওয়ারির ছেলে রোহিত শেখরের এনগেজমেন্ট

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তিওয়ারির ছেলে রোহিত শেখরের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অপূর্বা শুক্লার এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান হল শনিবার। রোহিতের দিল্লির বাড়িতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রোহিত ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেও ওই দলের কোনও নেতাকে অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। মূলত পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুরাই ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

তবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই তড়িঘড়ি রোহিত ও অপূর্বা ছোটেন দিল্লির ম্যাক্স হাসপাতালে। কারণ সেখানে অসুস্থ তিওয়ারির চিকিৎসা চলছে। তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে তিওয়ারির আশীর্বাদও নেন। প্রসঙ্গত, রোহিত তিওয়ারির 'বায়োলজিক্যাল' পুত্র হলেও, সেই স্বীকৃতি পেতে তাঁকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। রোহিত এবং তাঁর মা উজালা শর্মাকে এজন্য একাধিক মামলা করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন নিজেদের দাবি। প্রবীণ এই রাজনীতিবিদ্ উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল থাকার সময়ই আইনি লড়াইয়ে হেরে গিয়ে রোহিতকে নিজের ছেলে হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে এই স্বীকৃতি পাওয়ার আগে রোহিত তিওয়ারি এবং তাঁর মা উজালা শর্মাকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়তে হয়। আদালতের নির্দেশ মেনে উজালা ও রোহিতকে গ্রহণ করতে হয় তিওয়ারিকে।

জানা গেছে, উজালাকে ২০১৪ সালে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন এন ডি তিওয়ারি। তার আগে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কের জেরেই পুত্র রোহিতের জন্ম। কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে মানতে চাননি উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এন ডি তিওয়ারি। বিশেষ করে, তিনি যখন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ছিলেন তখন উজালা শর্মার দাবি একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর তাঁর পরাজয় হয়। ফলে ২০১৬ সালে রোহিত ও উজালাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন তিনি। শেখর ২০০৮ সালে আদালতে আবেদন জানিয়ে দাবি করেন, এন ডি তিওয়ারি ও উজালার মধ্যে সম্পর্কের কারণেই তাঁর জন্ম। অতএব তিওয়ারিকে তাকে সন্তান হিসেবে মেনে নিতে হবে।

বাবা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হলেও ছেলে কিন্তু যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন রোহিত। স্ত্রী অপূর্বা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। অবশ্য তাঁর বাড়ি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। এনডি তিওয়ারি হাসপাতাল থেকেই তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বেশকিছু অসুখে ভুগছেন এবং সেই কারণেই তাঁকে ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

লখনউয়ের কাছে গোঁসাইগঞ্জে মেশিনের সাহায্যে কৃষকরা গম কাটার কাজ শুরু করেছেন।